ভুট্টা গাছ দিয়ে তৈরী **সাইলেজ** গরু খাচ্ছে

যোগাযোগ:

তৈরী সাইলেজ অথবা ভুট্টা গাছ কাটার জন্য:

মেসার্স এমদাদ এগ্রো সার্ভিস
প্রোঃ মোঃ এমদাদুল হক
চর মাঝবাড়ী, বোহাইল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া
মোবাইল : ০১৭২৯ ৩৬৮৫৬৮

ভুট্টা গাছ কাটার মেশিন ক্রয়ের জন্য:

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী-কামাল মেশিন টুলস্ ওয়ার্কস
প্রোঃ মোঃ কামাল মিয়া
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
মোবাইল : ০১৭১১ ০২৭২০৫

গবেষণা ও উন্নয়ন:

ডাঃ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম ও সমীর কুমার সরকার, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

এমফোরসি প্রকল্প বাস্তবায়নে

PRACTICAL ACTION

swisscontact

এমফোরসি প্রকল্প অর্থায়নে

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

চরাঞ্চলে বন্যা-খরায় ভুট্টা গাছ দিয়ে গরুর খাবার

সাইলেজ

তৈরীর সহজ উপায়

প্রযুক্তি

সহযোগিতায়

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

সাইলেজ কি?

সাইলো বা ব্যাগের মধ্যে বায়ুরোধক অবস্থায় সবুজ সরস ঘাসের গুণাবলী ঠিক রেখে বিশেষভাবে সংরক্ষিত ঘাস বা পশু খাদ্যকে **সাইলেজ** বলে যা সবুজ গো-খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ভূট্টা গাছের মোঁচা, ফুল ও শিকড় বাদ দিলে যে অংশ থাকে তা দিয়ে খুব সহজেই **সাইলেজ** তৈরী করা যায়।

সাইলেজ তৈরী প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি:

সাইলেজ তৈরীর প্রধান উপকরণ হলো ভুট্টার গাছ যা চরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। ভুট্টা সংগ্রহের পর অধিকাংশ ভুট্টা গাছ শুকিয়ে জমিতেই নষ্ট হয় যা কেটে ব্যাগ পদ্ধতিতে বিশেষভাবে পঁচিয়ে **সাইলেজ** তৈরী করা যায়। এজন্যে প্রয়োজন:

- ভুট্টা গাছ কাটার মেশিন
- পলিথিনের ব্যাগ
- ব্যাগ রাখার জন্য মাঁচা
- ইউরিয়া সার/পোল্ট্রি ফিডের বস্তা
- চিটাগুড়/লালী
- পর্যাপ্ত ছায়াযুক্ত স্থান

সাইলেজের সুবিধা:

বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে চরাঞ্চলে গো-খাদ্যের চরম সংকট দেখা দেয়। বন্যার সময় সবুজ ঘাস পানিতে ডুবে যায় এবং বন্যার পরে গজানো সবুজ ঘাস খেলে গবাদিপশুর পেটে গ্যাস তৈরি হয়, পেট ফুলে যায় এবং অনেকক্ষেত্রে পশু মারাও যায়। এসময় সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসেবে ভুট্টা গাছ দিয়ে তৈরী **সাইলেজ** ব্যবহার করা যায়। বন্যার সময়ে প্রয়োজনে গরু এবং **সাইলেজ** এর ব্যাগ নিয়ে প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে যাওয়া যায়। এছাড়াও বছরের অন্যান্য সময় বিকল্প গো-খাদ্য হিসেবে **সাইলেজ** ব্যবহার করা যায়।

সাইলেজের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা:

নিজের জমির ভুট্টা গাছ ব্যবহার করে ব্যাগ পদ্ধতিতে চাষীরা খুব সহজেই **সাইলেজ** তৈরী করতে পারেন। তবে অধিক সংখ্যক চাষীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ব্যবসায়িকভাবে **সাইলেজ** উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে একদিকে যেমন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হতে পারে তেমনি সারা বছর ব্যাপী চাষীদের গো-খাদ্যের সংকট মোকাবেলা করা যেতে পারে।

সতর্কতা:

- পলিথিনের ব্যাগ যেন কোন অবস্থাতেই ছিদ্র না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, ব্যাগ ঠিকমতো বায়ুরোধক না হলে তৈরী **সাইলেজ** নষ্ট হয়ে যাবে
- বস্তার মুখ খোলার পরে ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে **সাইলেজ** খাওয়াতে হবে
- ব্যাগ পদ্ধতিতে তৈরী **সাইলেজ** মাচার উপরে এবং ছায়াযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে
- পঁচা এবং ছত্রাকযুক্ত **সাইলেজ** গরুকে খাওয়ানো যাবে না

ভুট্টা গাছ দিয়ে **সাইলেজ** তৈরী করার সহজ পদ্ধতি

১ম ধাপ:
ভুট্টা গাছ থেকে মোচাঁ ভাঙ্গার ১-২ দিনের মধ্যে গাছগুলো জমি থেকে কেটে বাড়ীতে নিয়ে আসতে হবে। গাছগুলোকে ভুট্টা গাছ কাটার মেশিনের সাহায্যে ০.৫-১.০ ইঞ্চি আকারে কেটে নিতে হবে।

২য় ধাপ:
টুকরো করা ভুট্টা গাছের সাথে ৩-৪% হারে চিটাগুড়/লালী ভালভাবে মেশাতে হবে। বায়ুরোধক ব্যাগ তৈরী করার জন্য ১টি প্লাষ্টিকের (ইউরিয়া সার অথবা পোল্ট্রি ফিড) বস্তার ভিতরে ১টি পলিথিনের বস্তা দিতে হবে।

৩য় ধাপ:
চিটা গুড় মেশানো ভূট্টা গাছের টুকরোগুলো ভালভাবে বায়ুরোধক ব্যাগে ভর্তি করতে হবে। যত বেশী বায়ুরোধক অবস্থায় সাইলেজের ব্যাগ ভর্তি করা হবে সাইলেজের গুণগতমান ততোধিক ভাল হবে।

সংরক্ষণ ও ব্যবহার:
ব্যাগ পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরীর জন্য ব্যাগের মুখ বন্ধ অবস্থায় মাঁচার উপরে ও ছায়াযুক্ত স্থানে ন্যূনতম ৪০ দিন রাখতে হবে। তৈরী সাইলেজ প্রয়োজন অনুসারে ৪০ দিন পর হতে যে কোন সময় গরুর খাবার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। ভালভাবে তৈরী সাইলেজ ব্যাগের মুখ বন্ধ অবস্থায় ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।